কবিতাবলি

ভক্তভৈরব

প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণা

বিশ্বাসের সূর্যোদয় অন্তরমাঝে
প্রভুপদে নিবেদিত প্রাণ
সুখদুঃখ দ্বন্দ্বদীর্ণ এই মর্ত্যভূমে
শাশ্বত শান্তির নিদান।

শরণাগতির ভাবে পরিপূর্ণ মন
শত শত জনমের বিরুদ্ধ প্রাক্তন
মুহূর্তের কৃপার কিরণে
অন্তর্হিত জীবন-অঙ্গনে।

সংশয়-আকুল এই জগৎ-সংসারে
বিশ্বাসের ধ্রুবতারাসম
শ্রীপ্রভুর দৈবী লীলায়
ভূমিকা তোমার অনুপম।

যুগে যুগে দৃষ্টান্ত স্থাপনে
মর্ত্যমাঝে অমরার জ্যোতি
ভক্তচূড়ামণি তব পদে
আবিশ্ব জানায় প্রণতি।

ধন্য গিরিশ

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

মাতৃস্নেহ-পীযূষ হারানো শৈশব,
বল্গাবিহীন উদ্দাম যৌবন,
হিমালয়ের চূড়াছোঁয়া প্রতিভা
বঙ্গরঙ্গমঞ্চের পিতা
মহাকবি, নট, নাট্যকার...

সামনে মৃত্যুমিছিল, স্বজনহারানো ব্যথা,
বিষাদসমুদ্র থেকে উঠে-আসা অমৃতগাথা
অনেক কিছু পাওয়ার মধ্যে নিঃসীম শূন্যতা
অপ্রাপ্তির বেদনা—অসীম ব্যাকুলতা

পথের শেষে—দেবমানবের পদপ্রান্তে
চাতকের স্ফটিকজল!
বিশ্বাসে অবিশ্বাসে দুলতে দুলতে,
জ্বলন্ত বিশ্বাসে 'পাঁচসিকে পাঁচ আনায়' পৌঁছে যাওয়া,
পরশপাথর ছুঁয়ে সোনা হওয়া।

কৃপাবারিতে ধারাস্নান
সব আবিলতা ধুয়ে হৃদয় জুড়ে আনন্দগান,
ভক্তভৈরব গিরিশের নিঃশেষ আত্মসমর্পণ
অঞ্জলি ভরে নেওয়া ঠাকুরের 'বকলমা'!

ধন্য ঠাকুর! ধন্য গিরিশ!
তোমায় ছাড়া বুঝি অসম্পূর্ণ এ-ঐশীশীলা।
অপূর্ব এক গল্প রূপকথা,
জীবনের পটে আঁকা অনন্য জলছবি।

নীলকণ্ঠ এক

ভগীরথ ঘোষ

পঙ্কজ তথায় ফোটে, পথ পঙ্কিল পিচ্ছিল
গর্ভজলে সন্তরণ সূর্য-তৃষ্ণা বুকে ধরে
পঙ্ক আহার পঙ্কে বিহার। অন্তরে আকুতি।

তৃষ্ণার কি জাত আছে—জাত? জল নিম্নগামী
দেবলোক থেকে নেমে আসে—দাতা অবনত
তৃষ্ণার সমীপে—পান করে প্রপন্ন অঞ্জলি।
ফুঁয়ে উড়ে যায় তুলো গা-র—পউষের কুয়াশা।

ও কেন দুরন্ত বড়, কেন—জেদি অভিমানী!
কথকতা পাঠের আসরে বৈষ্ণব কীর্তনে
অবগাহনে শান্ত স্নাতক। হৃদয়-একান্তে
নিহিত ভক্তির বীজ—মাতামহের যৌতুক
আস্তিক—যৌবনে নাস্তিক সে আঘাতে আঘাতে
দিগ্‌ভ্রান্তে ডাকে ঘরে কে ও—কার শঙ্খহাত

আকাশে দামাল মেঘ জাগে—সাগর জাতক
ঘনীভূত হয়—হতে থাকে—কর্ষণে কর্ষণে
নাট্যবেদির তলে উৎসর্গ এ-নটজীবন

রাজদ্বারে মানা। কৌলীন্যের প্রাচীন উত্থান।
তৃষ্ণার্ত অগণন চাতক যাচে মেঘবারি—
ডেকে ডেকে ফেরে ধ্বস্ত দেহে দিনান্তে প্রাণের
আরাম রসদ বিনোদন গাঁটের কড়িতে
নাট্যশালা বুঝি ডাকে : আয়—

তৃষ্ণার জাত নেই কিন্তু সে-পথ কোথা, পথ—
মেঘ গর্জে। বঙ্কিম মধুর পথ ঢোঁড়ে দায়ে
ভারতকথা পুরাণে খোঁজে অন্নজল, শেষে
খোঁড়ে মাটি... জাগে প্রস্রবণ হৃদয়মন্থন
প্রেমবীজ দেশ ধর্ম কাল—ভাষা চায় ভাষা
জনজোয়ার নামিয়ে আনে—তরুছায়া মেঘে

পয়ারের বেড়া ভাঙে মধু, তা ভেঙে গৈরিশ
স্বাধীনতা, মিষ্টতা—ভাবের আনুকূল্যে দোলা

এক মুখ পঞ্চমুখী হয়ে গড়ে চতুরঙ্গ
উচ্ছিষ্ট ফুলের সমবায়ে গাঁথা মাল্য পরে
অগণন রসিকসমাজ নাট্যালয়ে, ধৌত
করে মর্মের মালিন্য সবে—

কাকভোরে কে ছোটে রক্তাক্ত, মধ্যরাতে তৃষ্ণা—
কার দ্বারে করাঘাত করে : খোলো খোলো দ্বার
মোমের তপ্ত অশ্রুতে তবে আলোর উদ্ভাস—
দ্বার খোলা, নীলকণ্ঠ এক—কে কার অপেক্ষায়

আকাশে ভোরের কোজাগরী, হাত শঙ্খমুদ্রা
প্রবহমান জননী আজও হৃদয় জুড়ায়

অম্বক গিরিশচন্দ্র

তুলসীপ্রসাদ বাগচি

গিরিশের ছিল তিনটি নয়ন, পড়েছি পুরাণে, গল্পে।
ত্রিলোচন শিব? হতেই পারে না, হতে পারে রূপকল্পে!
তোমার যে ছিল তিনটি নেত্র, স্পষ্ট দেখতে পাই,
সেই তিন চোখে যা কিছু দেখেছ, নাই তার সীমানাই।

প্রথম নেত্রে দেখেছ সমাজে নগ্ন পাপের কোলাহল,
যুবকসমাজ পান করে যায় কোহলের নামে হলাহল,
সাজানো বাগান ছাই করে দেয় মানুষের লোভ-হুতাশন।
দেখেছ, বিদেশি শাসকের দেওয়া শোষণ এবং কুশাসন।
ভুল ভেঙে দিলে তুমি আমাদের, বুঝিয়ে দিয়েছ বারবার,
এই সমাজের বাইরেটা ভাল, ভেতরে বিষের কারবার।
মানবমনের গোপন বিবর, সমাজের যত বিকট রন্ধ্র
মরমি নেত্রে দেখে গেছ সব—দরদি দ্রষ্টা গিরিশচন্দ্র।

সোনার এ-দেশ হয়ে গেছে শেষ, নেইকো অন্নবস্ত্র।
ভীষণ ক্রোধেতে তুলে নিলে হাতে নাটকের মহা অস্ত্র।
দ্বিতীয় নেত্র হল যে বেত্র, নাট্যশালার কশা,
নাট্যমঞ্চে তাই রূপ পেল দেশের প্রকৃত দশা।
বাংলা নাটক হল সাবালক তোমার প্রতিভা-স্পর্শে।
পেয়ে সেই দান ফিরে পেল প্রাণ নবসৃষ্টির হর্ষে।
লিখেছ নাটক ক্লান্তিবিহীন, অবিরাম বীততন্দ্র,
বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ-জনক—অমর গিরিশচন্দ্র।

তোমার স্পর্শে হীরক হয়েছে অনেক তুচ্ছ শিলা।
তোমারই কারণে 'হাটে হাঁড়িভাঙা' কল্পতরুর লীলা।
'বকলমা যোগ' সিদ্ধ-সাধক, বীরভৈরব, ভক্ত।
অন্তরে ছিলে তুমি সন্ন্যাসী, দানবীর নিরাসক্ত।
যুগাবতারের রূপ দেখেছিল তোমার তৃতীয় নয়ন,
করনি গোপন, করিলে ঘোষণ দিয়ে তনু-প্রাণ-মন।
সবাকার কাছে সেকথা জানাল তোমার কণ্ঠ জলদমন্দ্র।
চরণে তোমার নমি বারবার—ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র।